শিবাণী
চিত্রমের
মায়াবিনী লেন
রচনা·পরিচালনা·কণক মুখার্জী
6-5-66

'শিবাণী চিত্রম' এর নিবেদন—

মায়াবিনী লেন

ঃঃ নেপথ্য বিধানে ঃঃ

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ, প্রযোজনা ও পরিচালনা : কণক মুখোপাধ্যায় ০ সঙ্গীত : অনল চট্টোপাধ্যায় ০ সম্পাদনা : নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য্য ০ চিত্রগ্রহণ : দিব্যেন্দু ঘোষ ০ শব্দযন্ত্রী ও শব্দ পুনঃযোজনা : জে, ডি, ইরাণী ও শিশির চট্টোপাধ্যায় কর্মসচিব ও সহযোগী পরিচালক : দিলীপ নন্দী ০ গীতরচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ০ সহকারী চিত্র-নাট্যকার : কঙ্কন শিল্প-নির্দেশক : সুনীল সরকার ০ প্রচার-পরিকল্পনা : ফণীন্দ্র পাল : স্থির-চিত্র : এডনা লরেঞ্জ ০ রূপশিল্পী : ত্রিলোচন পাল ০ পরিচয় লিখনে : রতন বরাট ০ ব্যবস্থাপনায় : বিশু রায় ও মলিন মুখোপাধ্যায়, স্টুডিও ইন্দ্রপুরী ০ চিত্র-পরিস্ফুটনে : পি, আর, প্রোডাকসন্স পরিচালিত ফিল্ম সার্ভিসেস ০ পটশিল্পী : বলরাম চ্যাটার্জি ও নবকুমার কয়াল কেশসজ্জা : পিয়ার আলি ০ প্রচার-শিল্পী : পুর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য্য ০ কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এইচ, এস, সি, মেহেতা, ফণীভূষণ মৌলিক, বিবেকানন্দ মিশনারী ইন্সটিটিউশন (দমদম), কালীপদ ভট্টাচার্য্য (জ্যোতিষশাস্ত্রী) বাণীচক্র মিউজিক এণ্ড ড্যান্স কলেজ, শ্যামল ভৌমিক, মণ্ডল এণ্ড সন্স ০ নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীতে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, আরতি মুখোপাধ্যায়, সঞ্চিতা চট্টোপাধ্যায় ও মান্না দে ০ আলোক নিয়ন্ত্রণে : হেমন্ত দাস, মনোরঞ্জন দত্ত, সুখরঞ্জন দত্ত, অনিল সরকার, দেবেশ দাস, বিনয় ঘোষ ও মগ্রু কুর্ম্মী ০ সহকারীবৃন্দ ॥ পরিচালনায় : অনন্ত চট্টোপাধ্যায়, নন্দন দাশগুপ্ত, অনিল গুহ, মলয় মিত্র ০ সঙ্গীত : অলোক দে ০ চিত্রগ্রহণ : ভবতোষ ভট্টাচার্য্য ০ শব্দগ্রহণে : জগজিৎ দাস, সিদ্ধিনাথ নাগ ০ ব্যবস্থাপনায় : যোগেশ বসাক ও তিনু বণিক রূপশিল্পী : দেবীদাস হালদার ০ শিল্প-নির্দেশনা : গোপী সেন ০ মুদ্রণে : কিরণ প্রিণ্টার্স, হাওড়া।

ঃঃ রূপ সৃজনে ঃঃ

নির্ম্মলকুমার ● অনুপকুমার ● পাহাড়ী সান্যাল ● শেখর চট্টোপাধ্যায় ● মমতাজ আমেদ ● ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্ত চট্টোপাধ্যায় ● নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ● অমূল্য সান্যাল ● সুখেন দাস ● কিশোর দাশগুপ্ত ● শ্যাম লাহা পরিতোষ রায় ● ডাঃ বলাই দাস ● বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় ● সুলতা চৌধুরী ● গীতালী রায় ● অপর্ণা দেবী অসীমা ব্যানার্জী ● কৃষ্ণা রায় ● গীতা ● হেনা ● দুলাল ● তপন ● গৌরাঙ্গ ● ভোলানাথ ● দেবোত্তম ডাঃ বোস ● বিশু ● মলিন ● অমর ● অনুপ ● সুবল ● অলোক মৈত্র ও বিকাশ রায়।

॥ একমাত্র পরিবেশক ঃঃ বিজয়া ফিল্ম এণ্টারপ্রাইজ ॥

"স্বর্গ কি হবে না কেনা, বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?"

বগহিনী

মায়াবিনী লেনের অন্ধজীবনে সূর্য্য পরাস্ত। বস্তীর মানুষগুলোর কাছে আলোর স্বপ্ন শুধু আলেয়া। জীবন-জুয়ায় মেতেছে ওরা পায়নি কিছুই তাই সব কিছু হারিয়ে মানুষের ভগ্নাংশ হয়েই যেন বেঁচে আছে।

অঘোরনাথ ওদেরই একজন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন সুরকার হবেন। তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। তাই আজ তিনি শুধু বাগ অয়েল মিলের কেরাণী। পনের বছর ধরে এই বৃত্তি করে চলেছেন। স্ত্রী সাবিত্রী আর সাত বছরের মেয়ে কণাকে নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংসার।

S. N. Dey. 3,840·48–15.

ট্রেণে গান গেয়ে বেড়ায় পিতৃমাতৃহীন, আত্মীয়স্বজনহীন বালক সুব্রত। অঘোরনাথ তাকে একদিন টেনে নিয়ে এলেন মায়াবিনী লেন-এ। দিলেন আশ্রয়। উজার করে দিলেন স্নেহ মমতা। আর পুরানো তানপুরার ধূলো ঝেড়ে নূতন করে সুরের চর্চ্চায় মেতে উঠলেন। সুব্রতকে তিনি সুরকার করে তুলবেন, সুব্রত হবে কণ্ঠশিল্পী। সংসারে সুব্রত সাবিত্রীর ছেলের অভাব ঘোচালো। কণা পেল খেলার সাথী।

Radha – 18 5/66.

কৈশোর ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল যৌবনের দ্বারে। খেলার সাথী হয়ে দাঁড়াল হৃদয়ের রাজা। শিল্পী কবি সুব্রত সকলকে গোপন করে সন্ত্রাসবাদের

দীক্ষা নিয়ে দেশকে মুক্ত করতে চাইল। তার এই গোপন গতিবিধির কথা জানত শুধু তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু কেবলচাঁদ। বেকার জীবনের অভিশাপ যাকে জুয়াড়ী করে তুলেছে।

অঘোরনাথ কণার সঙ্গে সুব্রতর বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললেন। কিন্তু মিলনের স্বপ্ন ব্যর্থ হ'ল পুলিশের আবির্ভাবে। ভারতরক্ষা আইনের নজিরে ওরা বরবেশী সুব্রতকে ধরে নিয়ে গেল। সমাজের তাগিদে কেবলচাঁদের সঙ্গে হয়ে গেল কণার মালা-বদল। কিন্তু কণার এতবড় উপকার করেও তার কাছ থেকে স্বামীত্বের স্বীকৃতি পেল না কেবলচাঁদ।

কারাগারের অন্ধকারে বর্ব্বর শাসকের অত্যাচারে ভেঙ্গে পড়ল সুব্রতর স্বাস্থ্য। আর সুব্রতর সহকর্ম্মী আর এক সন্ত্রাস-বাদী বন্ধু বিশ্বভূষণ শাসকের কাছে আত্মসমর্পণ করে দলের সব গোপন তথ্য প্রকাশ করে পেল আত্মপ্রতিষ্ঠা। বিশ্বভূষণ সরকারের আনুকূল্যে হ'ল বিদেশফেরৎ ডাক্তার।

কিছুদিন পরে সুব্রত-

রাজব্যাধি যক্ষা নিয়ে ফিরে এল মায়া
নিয়ে জেলে বন্দী।

অঘোরনাথ ডাক্তার বিশ্বভূষণকে
সাক্ষাৎ হ'ল পুনরায়। ডাক্তার বিশ্ব
মার খাওয়া, সমাজের হাতে লা
মেয়ে মীনু
ডাক্তার
চূরমা
জা

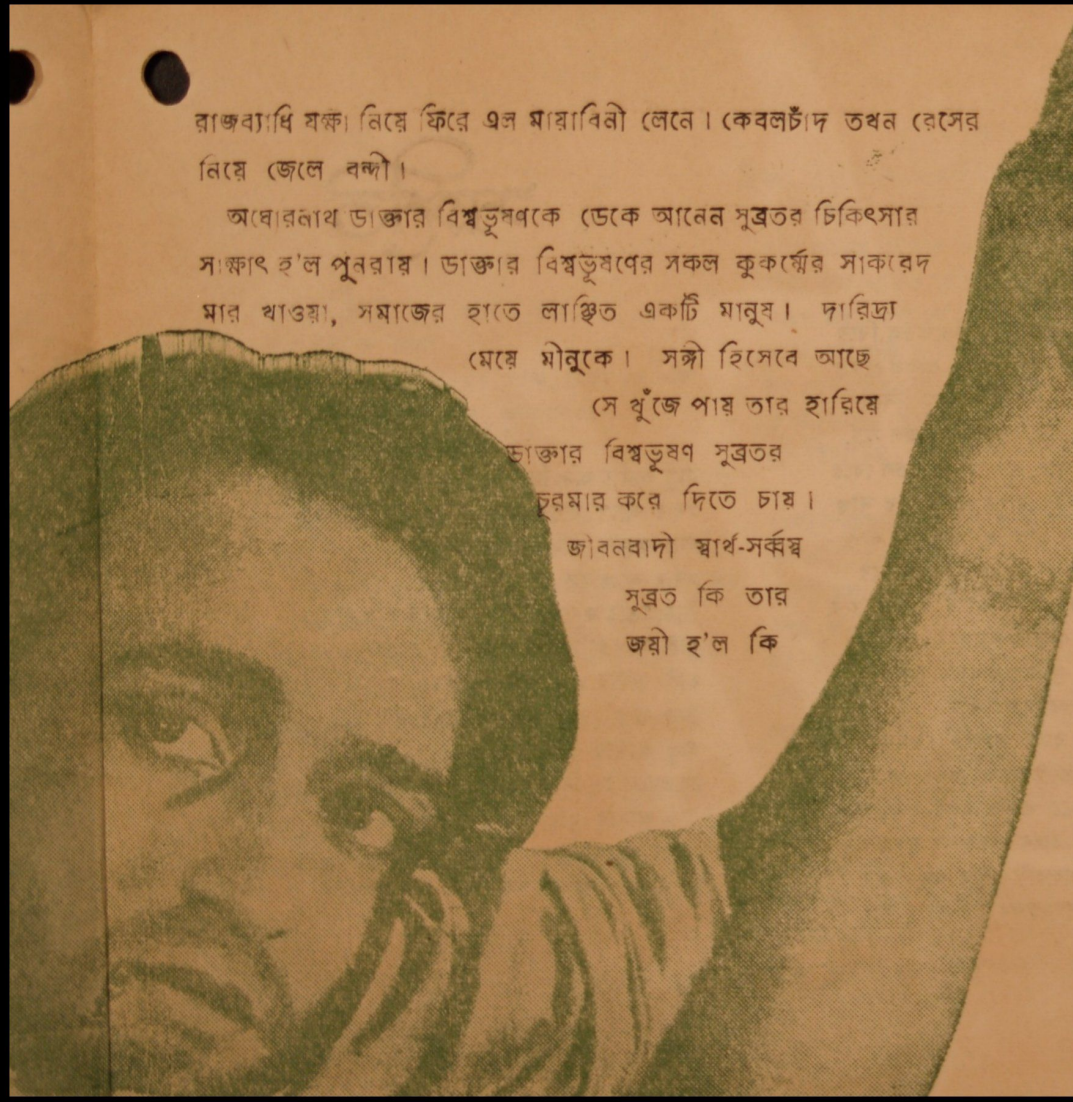

রাজব্যাধি যক্ষা নিয়ে ফিরে এল মায়াবিনী লেনে। কেবলচাঁদ তখন রেসের মাঠে ভাগ্যের ফেরে পকেটমারের খেতাব নিয়ে জেলে বন্দী।

অঘোরনাথ ডাক্তার বিশ্বভূষণকে ডেকে আনেন সুব্রতর চিকিৎসার জন্য। পরস্পর-বিরোধী জীবনবোধের সাক্ষাৎ হ'ল পুনরায়। ডাক্তার বিশ্বভূষণের সকল কুকর্ম্মের সাকরেদ ধর্ম্মদাস সরখেল। ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া, সমাজের হাতে লাঞ্ছিত একটি মানুষ। দারিদ্র্য কেড়ে নিয়েছে ওর স্ত্রী আর মেয়ে মীনুকে। সঙ্গী হিসেবে আছে কুকুর ল্যাসি। কণার মধ্যে সে খুঁজে পায় তার হারিয়ে যাওয়া মেয়ে মীনুকে। ডাক্তার বিশ্বভূষণ সুব্রতর আদর্শকে প্রলোভন দেখিয়ে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চায়। জীবনবাদী স্বার্থ-সর্ব্বস্ব শয়তান বিশ্বভূষণ কি সফল হ'ল? সুব্রত কি তার আদর্শের বজায় সম্মান রাখতে পেরেছিল? জয়ী হ'ল কি জীবন-জুয়াড়ী কেবলচাঁদ? অঘোরনাথ কি তার স্বপ্নের পরিপূর্ণতার নাগাল পেয়েছিল? কি হল কণার?

সঙ্গীত

[১]

তোমরা বল—কু ঝিক্ ঝিক্।
চলছে ছুটে রেলের গাড়ী,
আমি বলি এইতো আমার
এই জীবনের চলতি বাড়ী,
ভিত্ গেথেছি তিন শ চাকায়
তাই দাঁড়াবার নেইতো সময়,
ইঞ্জিনটাই সদর আমার
গার্ড খুলে দেন খিড়কি দুয়ার।
ভিন্ন হওয়া ঘরগুলো সব
বাধা আমার সারি সারি
হাসো বাবু হাসো, এমনি হাসো,
এমনি সবাই ভালোবাস,
সবার মনের ইষ্টিশানে
তাইতো আমি থামতে পারি।
তোমরা যখন আস হেথায়
গর্বে আমার বুক ভরে যায়,
পাশাপাশি বস দাঁড়াও
গল্প করে সময় কাটাও
এক হয়ে যায় ছোট বড়
উঁচু নীচু ছাড়াছাড়ি।

[২]

ও শ্যামবাজারের শ্যামসুন্দর করবে চল বিয়ে
রাধাবাজারের রাধারাণী আছে আকুল হয়ে।
কদমতলার ফুলবাসরে তত্ত্ব এলাম নিয়ে
গোপালপুরের গোপীরা সব এসেছে জল সয়ে,
যেন লগ্ন না যায় বয়ে, ও শ্যাম করবে চল বিয়ে
মাথার ওপর জড়ির টোপর জলদি পরে নাও
গলায় পর গোড়ের মালা, হাতে জাঁতি নাও,
হাসিমুখে তাকাও না বর চেওনা ভয়ে ভয়ে
রাধাবাজারের রাধারাণী আছে আকুল হয়ে,
বর এসেছে শাঁখ বাজাও নাগো উলুধ্বনি কর
করিমচাচা গাল ফুলিয়ে শানায়ে সুর ধর।
নেমতন্নে আছে যারা সবাই বসে পড়
যজ্ঞিবাড়ীর রান্না বলো লাগছে কেমনতর?
বরকন্যের এই শুভদৃষ্টি ভালো দেখুক সব
আর দুটি হৃদয় ভরে থাকুক একটি খুসীর বর,
সাতপাকের এই বাঁধন যাবে শত জনম বয়ে
রাধাবাজারের রাধারাণী রইবে আকুল হয়ে
আসবে আবার শ্যামসুন্দর লগ্ন সাথে লয়ে।

[৩]

প্রভু আমায় যদি দিতেই কিছু চাও
সবার আগে মানুষ আমি বলতে শুধু দাও,
প্রভু আমায় যদি শেখাও কোন গান
সবার আগে সে সুর কর দান
কাঁটালতায় ফুল ফোটাতে যে গান তুমি গাও।
চাই প্রাণ হাসি গান আর মুক্ত হাওয়া
চাই সূর্য্যের এক মুঠি আলো।
উড়ে যাক, দূরে থাক আঁধারেই কালো,
প্রভু আমায় তুমি দিও এমন আলো
যে আলোতে নিজের চেয়ে পরকে দেখি ভালো।
প্রভু আমায় যদি দাও গো আশীর্বাদ
সবার আগে রেখো গো এই সাধ,
যে সাধেতে পুরোণ সব নতুন করে যাও।

[৪]

এবেজায় ভারী শহর, গাড়ীর বহর
চোখ ধাঁধানো মেলা.
রং বেরং এর চাঁদির চমক লাক, বেলাকের খেলা,
হায় রামজী, রামজী তেরা জয়জয়কার
হায় রামজী রামজী একি অবিচার।
কে কোথায় পথের ধারে ভুখা কাঁদে কে জানে তার নাম
প্রাণের কেন নেই কো হেথা কানাকড়ি দাম,
দুনিয়ার ভেতরটা সব কালোয় ভরা বাইরেতে চুণকাম,
এ শহর হাজার বাতীর আলোয় মাতাল তাল বেতালে ভরা
ও—খোলসপরা মানুষ ঘোরে মানুষ ক'জন তারা,
এখানে দিন মজুরেরই বরাতে হায় মেলে নাকো কাম
বস্তীভরা কান্না শুধু মহলে ধুমধাম।
শহরে সাজা রাজার কদর আছে আসলের দাম নাই
ও—ঝুট্ করে হায় বাজীমাৎ সাচ্চা কাঁদে তাই।
হায়রে হায় সিধে পথে চলতে গেলে হবে রে বদনাম,
আলো কেন করে হেথায় আঁধারকে সেলাম।
হায় রামজী, রামজী তেরা জয় জয়কার।

[৫]

ওমা রোজ মেরী—আমি ঘুরবো ; ঘুরবো ঘুরবো ঘুরবো,
আমি উড়ব।
তুঙ্গে আমার বৃহস্পতি আর আমাকে পায় কে
হায়, তুঙ্গে আমার বৃহস্পতি আর আমাকে পায়কে,
গণেশ ঠাকুর শুঁড় নেড়েছেন, লক্ষ্মী স্বয়ং হাত খুলেছেন,
রকেট হয়ে মনটা আমার চাঁদের নাগাল পেতে চায় রে।
খুশ মেজাজে বেলুন হয়ে উড়বো
ঐ আকাশের চৌরাস্তায় ঘুরবো,—
ও—হিংসুটেরা ঐ—হিংসুটেরা মরুক জ্বলে আমার
তাতে কি,
বাব্বা! আমার তাতে কি আসে যায়রে—
লা—লা রালা—রা—লা—
ভাংগা কপাল নিয়েরে ভাই
বেঁচে মরে থেকে কোন লাভ নেই
লা—ভ নাই L—O—V—E নাই
এক কদলী ছাড়া আর তো কিছুই নাই,
দুরাশার গান আজ দরাজ মনেই গাইবো
পাওনাটা ভাই জোর গলাতেই চাইবো
আমি চাইবো—চাইবো, চাইবো হো—
চাইবো আর গাইবো।
যোগ বিয়োগের
সব যোগ বিয়োগের অঙ্ক যত ঐ অঙ্ক কত
এ দিল দরিয়ায় ডুবে যায় রে।—
তুঙ্গে আমার বৃহস্পতি আর আমাকে পায় কে।

[৬]

ওগো মায়াবিনী লেন,—
ভালোবাসা দিয়ে দিয়েছো বন্ধু অপরূপ উপহার,
ওই, একটির পর একটি পাথর স্বপ্নের শবাধার
আমার স্বপ্নের শবাধার!
সূর্য্যের আলো ভয়ে নিভে যায় তোমার অন্ধকারে
প্রাণের দেবতা কেঁদে কেঁদে ফেরে মনের বন্ধ দ্বারে
আসে দিনরাত তোমার পৃথিবী ঘোরে নাতো তবু আর
আজ গান ভুল করে যে পাখী কণ্ঠে রক্ত ঝরালো আহা
সে তো বেশী কিছু নয় চেয়েছিল শুধু গেয়ে যেতে
পিউ কাঁহা।
বন্ধ বাতাসে পেলো না জীবন বুক ভরা কোন স্নেহ
কত না ঘৃণায় নগরী ছুঁয়েছে তোমার অশুচি দেহ
জীবন জুয়ায় তোমার মানুষ সব দিয়ে মানে হার॥

কলম্বিয়া রেকর্ড
GE : 30616
30617
30618
'মায়াবিনী লেনের' গানগুলি কলম্বিয়া রেকর্ডে শুনুন

চিত্রনাট্য·সংলাপ·পরিচালনা
কনক মুখার্জী
শিবানী চিত্রমের নিবেদন কঙ্কণ বিরচিত
অনেক দিনের আশা
হাসি নয় ফাঁসির ছবি